কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 17 JAN 2015
পৃষ্ঠা ০২ ... কলাম ... ০৩

মাধ্যমিকে ছাত্ররাও উপবৃত্তি পাবে

অনুমোদনের জন্য একনেকে প্রস্তাব উঠছে আজ

আরিফুর রহমান ▷

মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নরত ছাত্রদেরও উপবৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রথম ধাপে ৫৩ জেলার ২১৭ উপজেলার নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে প্রতি শ্রেণিতে ১০ শতাংশকে উপবৃত্তির আওতায় আনা হচ্ছে। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের প্রতি শ্রেণিতে ৩০ শতাংশ ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

'সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড' শিরোনামের প্রকল্পের আওতায় ৩০ শতাংশ ছাত্রীর সঙ্গে ১০ শতাংশ ছাত্র যোগ হলে সব মিলিয়ে মাধ্যমিক স্তরে ৪৩ লাখ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাবে। তবে উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য ছাত্রদের বেশ কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে শিক্ষাবর্ষে ন্যূনতম ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি থাকতে হবে, বার্ষিক পরীক্ষায় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ এবং অষ্টম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। এ ছাড়া এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার আগ পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে এবং যেসব অভিভাবকের জমির পরিমাণ ৭৫ শতাংশের নিচে এবং যাদের বার্ষিক আয় ৫০ হাজার টাকার কম তাদের সন্তানদের এ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। পাশাপাশি এতিম, অনাথ, বাস্তুহারা, অসচ্ছল, প্রতিবন্ধী, রিকশাচালক ও দিনমজুর অভিভাবকের সন্তানও এ সুবিধা পাবে।

প্রস্তাব অনুমোদন পেলে মাধ্যমিকে ৪৩ লাখ শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতায় আসবে

মাধ্যমিকে ছাত্রদের উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আজ মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদনের জন্য তোলা হচ্ছে। রাজধানীর শেরে বাংলানগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠেয় একনেক সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্ব করার কথা রয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণির একজন ছাত্রকে মাসে ১০০ টাকা হারে উপবৃত্তি এবং ১৫ টাকা টিউশন ফি দেওয়া হবে। সপ্তম শ্রেণির ছাত্রও টিউশন ফিসহ মাসে ১১৫ টাকা পাবে। অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মাসে উপবৃত্তি পাবে ১২০ টাকা। সঙ্গে টিউশন ফি দেওয়া হবে ১৫ টাকা। নবম শ্রেণির ছাত্রকে মাসে ১৫০ টাকা উপবৃত্তি এবং ২০ টাকা টিউশন ফি দেওয়া হবে। আর দশম শ্রেণির ছাত্রকে মাসে উপবৃত্তি দেওয়া হবে ১৫০ টাকা। সঙ্গে টিউশন ফি যোগ হবে ২০ টাকা। এসএসসি পরীক্ষার ফি বাবদ বছরে এককালীন দেওয়া হবে ৭৫০ টাকা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়ে শুধু ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বাড়ানো, শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানো এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিতে এবার প্রথমবারের মতো ছাত্রদের উপবৃত্তির আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। 'সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড' শিরোনামের প্রকল্পের আওতায় প্রতি শ্রেণিতে ৩০ শতাংশ ছাত্রী এবং ১০ শতাংশ ছাত্র অন্তর্ভুক্ত হবে। সব মিলিয়ে এ প্রকল্পের আওতায় ৪৩ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ৭৯১ কোটি টাকা। সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে এ অর্থ জোগান দেওয়া হবে। প্রকল্পের মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০১৭ সাল পর্যন্ত।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্র জানায়, মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের এত দিন ব্যাংকের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা দেওয়া হতো। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক আড়াই শতাংশ সার্ভিস চার্জ কেটে রাখত। তা ছাড়া টাকা বিতরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও নানা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। ভবিষ্যতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ব্যাংকের বদলে মোবাইল ব্যাংকিং কিংবা বিকাশ বা অন্য কোনো সহজ পদ্ধতিতে সরাসরি যোগ্য শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তির টাকা বিতরণের সুপারিশ করেছে পরিকল্পনা কমিশন। সে সুপারিশ আমলে নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপবৃত্তির টাকা অনলাইনে সরাসরি শিক্ষার্থীদের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও উপবৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সব জেলা ও উপজেলায় অবস্থিত কলেজের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে আপাতত ১০ শতাংশকে উপবৃত্তির আওতায় আনা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি' শিরোনামের প্রকল্পের আওতায় প্রথমবারের মতো ছাত্রদের উপবৃত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। গত সপ্তাহে একনেকের সভায় এ-সংক্রান্ত প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৭ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী উপকৃত হবে বলে আশা করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। বর্তমানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ৩০ শতাংশ ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরাও উপবৃত্তির টাকা পাচ্ছে। 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি' শিরোনামের প্রকল্পের আওতায় প্রতিবছর ৭৮ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ছেলেমেয়ের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন ও পরীক্ষায় পাসের হার বাড়াতে প্রথম শ্রেণি থেকে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত উপবৃত্তির কার্যক্রম চালু রয়েছে।